মডিউল-১২

কোর্সকোড- BENG-H-CC-T-2

কোর্স নাম : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও বাংলা ভাষাতত্ত্ব (দ্বিতীয় ভাগ)

মিলন মণ্ডল

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

এস. আর. ফতেপুরিয়া কলেজ, বেলডাঙ্গ।

পর্ব-৩ : 'রাঢ়ী উপভাষা'

বিন্যাসক্রম

১২.১-উদ্দেশ্য

১২.২-প্রস্তাবনা

১২.৩-রাঢ়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্য।

১১.৪-সহায়ক গ্রন্থাবলী।

১১.৫- আদর্শ প্রশ্নাবলী।

১১.৬- উত্তর সংকেত

১১.১-উদ্দেশ্য:

রাঢ়ী উপভাষা সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের পরিচিতি লাভ।

১২.২-প্রস্তাবনা

রাঢ়ী উপভাষা প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রচলিত রয়েছে। রাঢ়ী ভাষার অঞ্চলগুলি হল– বর্ধমান, বীরভূম, পূর্ব বাঁকুড়া, হুগলী, হাওড়া, কলকাতা, দুই চব্বিশ পরগণা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ। এই রাঢ়ী ভাষাকে ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতরা চারটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন।

(ক) পূর্ব রাঢ়ী –জেলা- কলকাতা, উত্তর চব্বিশ পরগণা, বর্ধমান পূর্ব, হাওড়া

(খ) পশ্চিম রাঢ়ী– জেলা-বাঁকুড়া (পূর্ব), হুগলী, বীরভূম, বর্ধমান (পশ্চিম)।

(গ) উত্তর রাঢ়ী– জেলা-নদীয়া, মুর্শিদাবাদ।

(ঘ) দক্ষিণ রাঢ়ী– জেলা- দক্ষিণ-পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ হুগলী, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা।

১২.৩- রাঢ়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্য:

(ক) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যঃ-

(১) রাঢ়ী উপভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য, 'অ' স্থলে 'ও' উচ্চারণ। যেমন: হল> হলো। মত >মতো। বড় > বড়ো।

(২) রাঢ়ী উপভাষায় পদের আদিতে শ্বাসাঘাত প্রবণতা আছে এবং তারই ফলে পদের মধ্যবর্তী ও অন্তঃস্থিত মহাপ্রাণবর্ণ অল্পপ্রাণবর্ণে পরিণিত হয়। যেমনঃ দুধ>দুদ ; বাঘ>বাগ ।

(৩) রাঢ়ী উপভাষায় শব্দান্তস্থিত অঘোষধ্বনি ঘোষধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন: কাক>কাগ, ছাত> ছাদ ।

(৪) রাঢ়ী উপভাষায় নাসিক্যীভবন ও স্বতোনাসিক্যীভবনের প্রাধান্য দেখা যায়। যেমন: সূচ> ছুঁচ, পেচক > পেঁচা ।

(৫) রাঢ়ী উপভাষায় অনেকসময় ন > ল, ল > ন হয় । যেমন: ন>ল- নৌকা>লৌকা, নয়>লয়। ল>ন, লুচি>নুচি, লেবু>নেবু।

(৬) রাঢ়ী উপভাষায় অনেক সময় 'হ' কার লোপ পায়। যেমনঃ- তাহারগ্নতার, কহিগ্ন কই।

(খ) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(১)রাঢ়ী উপভাষায় অধিকরণ কারকে 'এ' বা 'তে' বা 'এতে' বিভক্তির যোগ হয়। যেমন:- তে- বাড়িতে এসো।

(২) রাঢ়ী উপভাষায় মুখ্য-কর্মে কোনো বিভক্তি যোগ হয় না। কিন্তু গৌণকর্মে 'কে' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন: ছেলেটাকে (গৌণকর্ম) একটা বল (মুখ্যকর্ম) দাও ।

(৩) রাঢ়ী উপভাষায় কাল ও পুরুসবাচক বিভক্তি নিম্নরূপ:

(ক) বর্তমান কালে

উত্তম পুরুষে- 'ই' বিভক্তি , আমি গান করি ।

মধ্যম পুরুষে- 'অ', 'ও', 'ইস' - তুমি গান কর । তোমরা এসো ।

প্রথম পুরুষে- 'এ' , 'এন' , সে গান করে । তিনি আসেন ।

(খ) অতীত কালে

উত্তম পুরুষে- উম,আম বিভক্তি, আমি গান করলুম । গান গেয়েছিলুম। গেয়েছিলাম।

মধ্যম পুরুষে- এ, এন, ই বিভক্তি, তুমি গান করেছিলে। আপনি গেয়েছিলেন।

প্রথম পুরুষে- অ, এন, বিভক্তি, সে গান করেছিল। তিনি গেয়েছিলেন।

(গ) ভবিষ্যৎ কালে

উত্তম পুরুষে- ব, বো, ও, আমি গান করবো । আমরা গাবো।

মধ্যম পুরুষে - বে, বেন, বি, তুমি গান করবে । আপনি গান করবেন । তুই গান করবি ।

প্রথম পুরুষে - বে, বেন, সে গান করবে । তিনি গান করবেন ।

(৪) যৌগিক ক্রিয়া গঠনের পদ্ধতি:

আচার্য সুকুমার সেন বলেন, রাঢ়ীতে যৌগিক ক্রিয়াপদে (ই)-অন্ত অসমাপিকা ক্রিয়া অসম্পন্ন কালের এবং (ইয়া) অন্ত অসমাপিকা দিয়া সম্পন্ন কালের পদ গঠিত হয়। যেমন , করিয়াছে গ্ন করেছে।

১২.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলী

ক. সুনিতিকুমার চট্টোপাধ্যায়: ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ

খ. সুকুমার সেন: ভাষার ইতিবৃত্ত

গ. ড. রামেশ্বর শ: সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

ঘ. সুখেন বিশ্বাস: প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

১২.৫. আদর্শ প্রশ্নাবলী:

ক. রাঢ়ী উপভাষা বলতে কি বোঝ? এই উপভাষার এলাকা গুলি উল্লেখকরে ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

১২.৬. উত্তর সংকেত:

ক. ১২.২ অংশ দেখুন।